দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 OCT 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

C38

পাসের হার ছেলেদের চাইতে মেয়েদের বেশী

শহরের ছাত্র-ছাত্রীদের ফল ভাল টাকা দিয়েও বিদ্যা কেনা যাচ্ছে

॥ নাঈমুল ইসলাম খান ॥

সাম্প্রতিককালের ধারা অব্যাহত রেখে এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায়ও সকল বোর্ডেই শহরের ছেলেমেয়েরা ভাল ফল করেছে। গ্রামের পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে শীর্ষস্থান দূরের কথা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে কম। ঢাকা বোর্ডের চার শতাধিক স্টার মার্কধারীর মধ্যে সবাই যে শহরের তাই নয়। প্রায় সকলেই রাজধানী ঢাকার কয়েকটি কলেজের ছাত্র-ছাত্রী।

এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছেলেদের তুলনায় পাসের হার মেয়েদের বেশী। মেয়েদের পাসের হার ৪৮.১৩ ভাগ। ওদিকে ছেলেদের পাসের হার ৪৭.২৫ ভাগ বলে প্রাথমিক হিসেবে দেখা গেছে।

ফলাফলের এই ধারা সম্পর্কে একজন শিক্ষকের মত হচ্ছে লেখাপড়া আজকাল বিনিয়োগ যে যত টাকা খরচ করতে পারবে তার সন্তানের ফলাফল ততই ভাল হবে। এ প্রসঙ্গে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহম্মদ এতলাস উদ্দিন বলেন, 'ইদানীং

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

টাকা দিয়ে বিদ্যা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

টাকা দিয়েও বিদ্যা কেনা যাচ্ছে। তিনি বলেন, যে যত টাকা খরচ করছে সে অন্ততঃ নম্বরটা তত বেশী পাচ্ছে। এই অবস্থার জন্য তিনি আমাদের পরীক্ষা কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করেন। জনাব এতলাস উদ্দিন বলেন যে, গ্রামের গরীবের একটা ছেলে কোন প্রাইভেট শিক্ষক রাখতে পারে না, পড়ার জন্য অতিরিক্ত রেফারেন্স বই দূরের কথা আসল বই সংগ্রহ করতে পারে না। তদুপরি গ্রামের স্কুল কলেজগুলোতে শিক্ষকদের পাঠদান উন্নত নয়। সুযোগ সুবিধাও খুব সীমিত। গ্রামের ছাত্ররা এই সীমাবদ্ধতার প্রতিশোধ নয় 'নকল' করার মাধ্যমে। তারা এভাবে 'ক্ষতি পুষিয়ে নেয়' বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি গ্রাম ও শহরের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা ও মানের বৈষম্য দূর করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় এই বৈষম্য এবং চাহিদা সরবরাহের ব্যবধান দূর করা সম্পূর্ণ সম্ভব না হলেও একটি ন্যূনতম পরিবেশ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা দরকার বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের পাসের হার বেশী হওয়া এবং শীর্ষ স্থানে মেয়েদের অধিক সংখ্যায় স্থান দখল প্রসঙ্গে জনাব এতলাস উদ্দিন বলেন, মেয়েদের রাজনীতি বিমুখতা এবং বাইরের বিভিন্ন বিষয়ে সম্পৃক্ত না হওয়ার ফলেই তারা ভাল ফল করতে পারছে। তিনি বলেন, আমাদের পরীক্ষা নোট কেন্দ্রিক, মেয়েরা এই কাজে বেশী অভ্যস্ত। তবে তিনি বলেন, সাধারণভাবে ছেলেরা অনেক ওয়াইড।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রথম বিভাগ এবং স্টার মার্কধারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, ইদানীংকালের ছাত্র-ছাত্রীদের আই-কিউ, লেখাপড়ার পদ্ধতি সবই বেশ উন্নত। এছাড়া পিতা-মাতার সাহায্য সহায়তাও আগের চাইতে অনেক বেশী। উল্লেখ্য, ঢাকা বোর্ডে ১৯৭৮ সালে মোট স্টার মার্ক পেয়েছিল ৯৩ জন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিল ৮৮৮ জন অথচ ১৯৮৬ সালে স্টার মার্ক পেয়েছে ৪০০ জন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে সাড়ে ৫ হাজারেরও উপরে।